19

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 0 6 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষাও সময়মতো হলো না

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সর্বশেষ কীর্তি হচ্ছে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা একমাস পেছানো। এই পরীক্ষাটি ডিসেম্বর মাসের ৮ ও ৯ তারিখে হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার মাত্র ৫ দিন আগে সরকারি তথ্য বিবরণীতে হঠাৎ করেই ঘোষণা দিয়ে অনিবার্য কারণবশত এক মাসের জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে ১২ ও ১৩ই জানুয়ারি। এই তারিখও পিছিয়ে দেয়া হবে কিনা জানা যায়নি। সরকারি তথ্য বিবরণীতে অনিবার্য কারণের কথা বলা হলেও সেই অনিবার্য কারণটি যে কি তা ঘোষণার সময় খোলাসা করে বলা হয়নি। এদিকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে মহাপরিচালক একটি বাংলা দৈনিকের সাথে আলাপ করার সময় জানিয়েছেন স্কুলগুলোর বার্ষিক পরীক্ষা ও অভিভাবকদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তি পরীক্ষা পেছানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরিয়ে যাওয়ার মতো সংবাদ বেরিয়েছে উল্লেখিত দৈনিকটিতে। 'অনিবার্য কারণও নয়, স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা এবং অভিভাবকদের অনুরোধও নয়, বৃত্তি পরীক্ষা পেছানো হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গাফিলতির কারণে। আমাদের প্রতিনিধির এক প্রশ্নের উত্তরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অবশ্য দোষ চাপিয়েছেন বিজি প্রেসের ওপর। প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে কোড নম্বর না থাকায় জটিল অবস্থা দেখা দিলে পরীক্ষা পেছাতে বাধ্য হন অধিদপ্তর। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বিজি প্রেস থেকে প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে জেলাগুলোতে পাঠিয়েছে যথা সময়ে। গত মঙ্গলবার জেলা থেকে থানায় প্রশ্নপত্র পাঠানোর সময় দেখা যায় প্যাকেটের গায়ে কোড নম্বর নেই। সাধারণত প্রতি বিষয়ের দু' সেট প্রশ্নপত্র থাকে। পরীক্ষার ঠিক আগের মুহূর্তে নির্দেশ দেয়া হয় কোন্ সেট দিয়ে পরীক্ষা নিতে হবে। দুই সেট প্রশ্নপত্রে দু'টি কোড ব্যবহার করা হয়।। কোড নম্বর উল্লেখ করেই পরীক্ষায় ব্যবহার্য প্রশ্নপত্র সম্পর্কে নির্দেশ পাঠানো হয়। এবার কোড নম্বর ছিল গাণিতিক সংখ্যায়। শেষ মুহূর্তে যখন দেখা গেলো কয়েকটি জোনে পাঠানো প্যাকেটে কোড নম্বর নেই তখন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে পরীক্ষা এক মাসের জন্য পিছিয়ে দেয়ার বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক 'কীর্তি' রয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা পেছানো হলো সর্বশেষ সংযোজন। কীর্তিটা অবশ্য সরাসরি মন্ত্রণালয় থেকে স্থাপন করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অধিদপ্তর থেকে করা করেছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও এর দায় নিতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ের বৃত্তি পরীক্ষা ঠিক মতো ও সময়মতো শুরু করতে পারে না যে অধিদপ্তর সেই অধিদপ্তরকে দিয়ে শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ চলবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। আসলে ব্যাপারটি যে সবটা অদক্ষতা তা নয় এখানে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলাও দায়ী। কর্তব্যে অবহেলা সরকারি দপ্তরে কর্মরতদের জন্য নতুন কোন ব্যাপার নয়। বছরের পর বছর তারা কাজে কর্মে এ ধরনের গাফিলতি করে আসছে আর এর জন্য সমস্যায় পড়তে হয়েছে দেশবাসীকে। এক্ষেত্রেও হঠাৎ করে পরীক্ষা পেছানোর ঘোষণা হাজার হাজার বৃত্তি পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাকদেরকে সমস্যায় ফেলবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অথচ এসবের জন্য দায়ী কারো কখনো শাস্তি পেতে হয়েছে এমনটি শুনা যায়নি।